السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিশিষ্ট ইছলামী সংস্কারক আশ্‌শাইখ মোহাম্মদ বিন ছুলাইমান আত্‌তাতমীমী (রাহিমাহুল্লাহ) এর অত্যন্ত মূল্যবান পুস্তিকা ‘‘উসূলুদ্‌দ্বীন আল ইছলামী মা‘আ কওয়া‘ইদিহিল আরবা‘আ’’(দ্বীনে ইছলামের মৌলনীতি ও তার চারটি মূলকথা) থেকে ‘আলামা মোহাম্মদ আত্‌তায়্যিব বিন ইছহাক আল আনসারী আল মাদানী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক প্রশ্ন-উত্তর আকারে সাজানো এই অংশটুকু ‘‘এসো দ্বীন শিখি’’ ওয়েবসাইট এর জন্য বাংলাভাষায় অনুবাদ করে পাঠানো হলো। আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের দু’জনকে পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং আমাদের সকলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন

আ-মী-ন

আবূ ছা‘আদা হাম্‌মাদ বিলাহ

দ্বীনে ইছলামের মৌলনীতি ও তার চারটি মূলকথা

পরম দয়ালু ও মেহেরবান আলাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করছি। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মোহাম্মদ (صلي الله عليه وسلم) এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবাগণের উপর।

প্রশ্ন:- যে চারটি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য, সে চারটি বিষয় কী?

উত্তর:- সে চারটি বিষয় হলো:-

(এক) 'ইলম বা জ্ঞান অর্জন। এমন জ্ঞান অর্জন করা, যদ্বারা দলীল-প্রমাণ সহ আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র, তাঁর নবী মোহাম্মদ (صلي الله عليه وسلم) এর এবং দ্বীনে ইছলামের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায়।

(দুই) এ জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করা তথা উক্ত 'ইল্ম অনুযায়ী 'আমল করা।

(তিন) আলাহ্‌র নির্দেশিত এবং রাছূল ((صلي الله عليه وسلم) এর প্রদর্শিত দ্বীনের প্রতি মানবজাতিকে আহবান করা।

(চার) এ সব কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য সকল কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত কথাগুলোর স্বপক্ষে প্রমান কী?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণীঃ-

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অথাৎ:-"আবহমান কালের সাক্ষ্য, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ সমূহ সম্পাদন করেছে, এবং যারাপরস্পরকে সত্য-নিষ্ঠা ও ধৈর্যধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়ে থাকে শুধুমাত্র তারা ছাড়া।"(ছূরা আল'আসর)

প্রশ্ন:- কোরআনে কারীমের এ ছুরাটি সম্পর্কে ইমাম শাফি'য়ী رحمه الله কী বলেছেন?

উত্তর:- তিনি বলেছেন যে, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি তাঁর সৃষ্টি; মানবজাতির প্রতি শুধুমাত্র এই ছূরা ব্যতীত আর কোন ছূরা অবতীণ না ও করতেন, তাহলে এই ছূরাই তাদের জন্য যথেষ্ট হত

প্রশ্ন:- জ্ঞানের পূর্বে কথা ও কাজ, না কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা কর্তব?

উত্তরঃ- কথা বলা ও কাজ করার পূর্বে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর প্রমাণ হলো, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:-

فاعلم أنه لاإله إلاالله واستغفر لذنبك و للمؤمنين والله يعلم متقلبكم و مثواكم. سورة محمد-١٩

অর্থাৎ:- জেনে রাখুন, আলাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আলাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (ছুরা মুহাম্মাদ-১৯)

এ আয়াতে দেখা যায় যে, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা কথা ও কাজের পূর্বে জানার তথা জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাইতো ইমাম বুখারী رحمه الله সহীহ বুখারীতে "কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান" শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।

প্রশ্ন:- যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং তদনুযায়ী 'আমল করা প্রতিটি মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য সে বিষয়গুলো কি?

উত্তর:- সে বিষয়গুলো হলোঃ-(এক) আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে রিযিক দান করেছেন অতঃপর তিনি আমাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেননি বরং আমাদের প্রতি (বিশেষ বার্তা দিয়ে) রাছুল পাঠিয়েছেন। তাই যে ব্যক্তি আলাহ্‌র প্রেরিত রাছুলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে রাছুলের অবাধ্যতা বা নাফরমানি করবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত কথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:-

إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا (المزمل-١٥-١٦)

অর্থাৎ:- আমি তোমাদের কাছে একজন রাছুলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরা'আউনের কাছে একজন রাছুল। অতঃপর ফির'আউন সেই রাছূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (ছুরা আল মুযযাম্মিল-১৫-১৬)

(দুই) আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'ইবাদতে কাউকে তাঁর অংশীদার করা আদৌ পছন্দ করেন না, এমনকি যদি তাঁর (আলাহ্‌র) নৈকট্য লাভকারী কোন ফিরিশতাকে কিংবা তাঁর প্রেরিত কোন নবীকেও শরীক করা হয়।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ তা'আলার এ বাণী:- وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن ١٧

অর্থাৎ:- এবং মাছজিদসমূহ আলাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আলাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না। (ছুরা আল জীন্ন-১৮)

(তিন) যে ব্যক্তি রাছুলের (صلي الله عليه وسلم) আনুগত্য করবে এবং কথায়, কাজে ও অন্তরে আলাহ্কে একক ও অদ্বিতীয় স্বীকার করবে, তার জন্য আলাহ্ ও তাঁর রাছুলের অবাধ্য-নাফরমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়, যদিও সে ব্যক্তি তার একান্ত কোন আপনজন হয়।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এ কথার প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:-

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. (المجادلة-٢٢)

অর্থাৎ:-যারা আলাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে,তাদেরকে আপনি আলাহ্ ও তাঁর রাছুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আলাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আলাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আলাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আলাহ্র দল। জেনে রাখ, আলাহ্র দলই সফলকাম হবে। (ছূরা আল মুজাদালাহ্-২২)

প্রশ্ন:- খাঁটি দ্বীনে ইবরাহীম কি?

উত্তরঃ- খাঁটি দ্বীনে ইবরাহীম হলো, একনিষ্টভাবে খাঁটি মনে শুধুমাত্র এক আলাহ্র 'ইবাদত করা। সমগ্র মানব জাতিকে আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ কাজেরই নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ জন্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের এ আয়াত:- وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون

অর্থাৎ:-আমি মানব ও জিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র এ জন্যে যে তারা শুধু আমারই 'ইবাদত করবে। (ছূরা আয্যারিয়াত-৫৬)

প্রশ্ন:- "আমারই 'ইবাদত করবে" কথাটির অর্থ কী?

উত্তরঃ- একথার অর্থ হলোঃ- 'ইবাদতে আমাকে একক ও অদ্বিতীয় নির্ধারণ করবে এবং আমাকেই একমাত্র আদেশ ও নিষেধদাতা বলে সাব্যস্ত করবে।

প্রশ্ন:- আলাহ্র আদেশকৃত সর্বপ্রধান বিষয়টি কী?

উত্তরঃ- আলাহ্র আদেশকৃত সর্বপ্রধান বিষয় হলো-"তা'ওহীদ" তথা আলাহ্র এককত্ব প্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন:- তা'ওহীদ অর্থ কী?

উত্তরঃ- তা'ওহীদ অর্থ হলো, 'ইবাদতে আলাহ্কে একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা এবং তিনি নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর রাছুল صلي الله عليه وسلم তাঁর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন সেসব মহান গুণাবলিকে সত্য বলে মেনে নেয়া। তাকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে এবং সৃষ্টির সাথে কোনরূপ সদৃশ্য থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পুতঃ পবিত্র রাখা।

প্রশ্ন:- আলাহ্র নিষেধকৃত সর্বপ্রধান বিষয়টি কী?

উত্তরঃ- আলাহ্র নিষেধকৃত সর্বপ্রধান বিষয় হলো "শির্ক"।

প্রশ্ন:- শির্ক কী?

উত্তরঃ-শির্ক হলো আলাহ্র সাথে কাউকে আহবান করা এবং মহান আলাহ্; যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে 'ইবাদতে অন্য কাউকে বা কোন কিছুকে অংশীদার করা।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ তা'আলার এ বাণী:- واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا(سورة النساء -٣٦.)

অর্থাৎ:- আর উপাসনা কর আলাহ্‌র এবং শরীক করো না তার সাথে অপর কাউকে। (ছূরা আন্‌নিছা -৩৬)
আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:- (البقرة- ٢٢) فلا تجعلوا لله أندادا
অর্থাৎ:- অতএব, আলাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ করো না। (ছূরা আল-বাক্বারাহ্‌ -২২)

প্রশ্ন:- যে তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যেগুলো কার্যে পরিণত করা তথা বাস্তবায়ন করা এবং যে মূলনীতি গুলোর প্রতি আহবান জানানো প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য, সে তিনিটি মূলনীতি কী?
উত্তরঃ- সে তিনটি মূলনীতি হলো
(১) বান্দাহ্‌র জন্য তার পালনকর্তার পরিচয় লাভ করা
(২) তার দ্বীন ইছলামের পরিচয় লাভ করা
(৩) তাঁর নবী মোহাম্মদ صلي الله عليه وسلم এর পরিচয় লাভ করা।

প্রশ্ন:- কে তোমার পালনকর্তা ?
উত্তরঃ- আমার পালনকর্তা হলেন আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র । যিনি আমাকে এবং সমগ্র বিশ্বকে তাঁর অশেষ নি'মাত (দান ও অনুগ্রহ) দ্বারা প্রতিপালন করছেন। তিনিই হলেন আমার একমাত্র উপাস্য, তিনি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বুদ নেই।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কী?
উত্তরঃ- প্রমাণ হলো আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:- (سورة الفاتحة) .الحمد لله رب العالمين١-
অর্থাৎ:-যাবতীয় প্রশংসা আলাহ্‌ তা'আলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (ছূরা আল ফাতিহা-১)
একমাত্র আলাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত সকল কিছুই হলো জগত বা সৃষ্টি, আর আমি এই জগতেরই একজন তথা আলাহ্‌র এক সৃষ্টি বা মাখলূক।

প্রশ্ন:- কিসের দ্বারা তুমি তোমার পালনকর্তার পরিচয় লাভ করলে?
উত্তরঃ-তাঁর (আলাহ্‌র) নিদর্শন সমূহ, তাঁর সৃষ্টি জগত, রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য, সাত আছমান, সাত জমিন এবং আছমান, জমিনে ও এদু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে সে সবের দ্বারা আমি আমার মহান পালনকর্তার পরিচয় লাভ করেছি।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কী?
উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ। আলাহ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন:-
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.(حم السجدة-٣٧)
অর্থাৎ:- তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে ছিজদা করো না চন্দ্রকেও না। তোমরা ছিজদা করো সেই আলাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা বাস্তবিকই কেবল তাঁরই 'ইবাদত করো। (ছূরা হা-মী-ম আছছিজদাহ-৩৭)
আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:-

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
(سورة الأعراف-٥٤)

অর্থাৎ:- নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আলাহ্‌। যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর 'আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর সমাচ্ছন্ন করে দেন এমতাবস্থায় যে, রাত দ্রুত গতিতে দিনের অনুসরণ করে চলে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র, এগুলো তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রেখ, সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদানের মালিক তিনিই। আলাহ্‌ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (ছূরা আল আ'রাফ-৫৪)

প্রশ্ন:- রাব বা পালনকর্তা বলতে কী বুঝায়?
উত্তর:- রাব বা পালনকর্তা বলতে-প্রধান অভিভাবক, মালিক বা অধিপতি এবং অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদানকারীকে বুঝায়। এই রাব বা পালনকর্তাই হলেন উপাসনার ('ইবাদতের) একমাত্র যোগ্য ও হকদার।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কী?
উত্তরঃ- এ কথার প্রমাণ হলো আলাহ্‌ তা'আলা'র এ বাণী:-

يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
(سورة البقرة: ٢١-٢٢).

অর্থাৎ:- হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 'ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে হয়ত তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন,

আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আলাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান। (ছুরা আল বাকারাহ-২১-২২) সুতরাং যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই হলেন ‘ইবাদতের একমাত্র যোগ্য; অধিকারী।

প্রশ্ন:- ‘ইবাদত কী, ‘ইবাদত বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ- ‘ইবাদত হলো চুড়ান্ত বিনয় ও বশ্যতা প্রদর্শন এবং সাথে সাথে যার প্রতি এরূপ বশ্যতা ও বিনয় প্রদর্শন করা হবে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা ও সুগভীর সম্পর্ক পোষণ। অন্য কথায়, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন, দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য যতসব কাজ আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ভালবাসেন বা পছন্দ করেন সেসব কাজের সামষ্টিক নাম হলো ‘নবাদত।

প্রশ্ন:- আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র নির্দেশিত ‘ইবাদত কত প্রকার?

উত্তরঃ- আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র নির্দেশিত ‘ইবাদতের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে হচ্ছে যেমন:- ইছলাম, ঈমান, ইহছান, দো‘আ, ভয়, আশা, ভরসা বা নির্ভরতা, অনুরাগ/ আগ্রহ, ভীতি, বিনয়, প্রত্যাবর্তন, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা, জবেহ্‌ করা, নযর-মানত করা ইত্যাদি। আর এসব ‘ইবাদত একমাত্র আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। এগুলো একমাত্র তাঁরই (আলাহ্‌র) প্রাপ্য ও অধিকার ।

প্রশ্ন:- সকল প্রকার ‘ইবাদত একমাত্র আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত, এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আলাহ্‌ তা‘আলা’র এ বাণী:- وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
অর্থাৎ:- এবং নিশ্চয়ই মাছজিদ সমূহ আলাহর জন্যে, সুতরাং তোমরা আলাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (ছুরা আল জিন-১৮))
আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরো ইরশাদ করেছেন:- وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه
অর্থাৎ:- তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁর ‘ইবাদত ব্যতীত আর কারো ‘ইবাদত করো না। (ছুরা আল ইছরা-২৩)

প্রশ্ন:- যে ব্যক্তি সামান্য পরিমান ‘ইবাদত আলাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, শরী‘য়তে তার হুক্‌ম কি?

উত্তর:- শরী‘য়তে ইছলামিয়াহ্‌র দৃষ্টিতে সে হলো মুশরিক (অংশীবাদী) কাফির।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র এ বাণী:-
ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. (المؤمنون-١١٧)
অর্থাৎ:-যে কেউ আলাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে যার ব্যাপারে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তাহলে তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে রয়েছে, নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।(ছুরা আল মু‘মিনূন-১১৭)

প্রশ্ন:- “দো‘আ” যে একপ্রকার ‘ইবাদত, এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- প্রমাণ হলো আলাহ্‌ তা‘আলা’র এ বাণী:-
وقال ربكم ادعونى استجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهنم داخرين. (سورة غافر-٦٠)
অর্থাৎ:- তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকার বশে আমার ‘ইবাদত থেকে বিমূখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (ছুরা গাফির- ৬০)
ছুন্নাহ থেকে এর প্রমাণ হলো রাছুল (صلى الله عليه وسلم) এর হাদীছ:- الدعاء مخ العبادة
অর্থাৎ:- দো‘আ হলো ‘ইবাদতের সার। (তিরমিযী)
অন্য বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে, রাছুল (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন:- الدعاء هو العبادة
অর্থাৎ:- দো‘আই হলো ‘ইবাদত। (মুছনাদে ইমাম আহমদ, ছুনানে আবী দাউদ)

প্রশ্ন:- “অজানা ভয় বা আশঙ্কা করা ” একপ্রকার ‘ইবাদত, এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ-এ কথার প্রমাণ হলো আলাহ্‌ তা‘আলা’র এ বাণী:- فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. (آل عمران-١٧٥)
অর্থাৎ:- সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।
(ছুরা আলে ‘নমরান-১৭৫)

প্রশ্নঃ- “আশা করা” একপ্রকার ‘ইবাদত, এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এ কথার প্রমাণ হলো আলাহ্ তা‘আলা’র এ বাণী:-

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا.(الكهف- ١١٠)

অর্থাৎ:- অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ‘ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (ছুরা কাহ্ফ-১১০)

প্রশ্নঃ- “ভরসা করা বা তাওয়াক্কুল” একপ্রকার ‘ইবাদত, এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ:- وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين (المائدة:٢٣)

অর্থাৎ:- আর আলাহ্‌র উপর ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (ছুরা আল মায়েদাহ-২৩)

অন্য আয়াতে আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:- ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

অর্থাৎ:- যে কেউ আলাহ্‌র উপর ভরসা করবে, তাহলে আলাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট। (ছুরা আত্ তালাক্ব-৩)

প্রশ্নঃ- “অনুরাগ/ আগ্রহ, ভীতি ও বিনয়” এগুলো প্রতিটি যে এক এক প্রকার ‘ইবাদত, এর প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র এ বাণী:-

إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.(الأنبياء:٩٠)

অর্থাৎ:- তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, এবং তারা গভীর আগ্রহ ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত। (ছুরা আলআম্বিয়া- ৯০)

প্রশ্নঃ- “জেনে-শুনে সুনিশ্চিতভাবে ভয় করা” এক প্রকার ‘ইবাদত, এর প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র এ বাণী:- فلا تخشوهم واخشون (البقرة:١٥٠.)

অর্থাৎ:- অতএব তাদের ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো (ছুরা আল বাক্বারাহ্-১৫০)

প্রশ্নঃ- “অনুশোচনা (তাওবা) করে আলাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন বা ফিরে যাওয়া” এক প্রকার ‘ইবাদত, এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র এ বাণী:-

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. (الزمر :٥٤)

অর্থাৎ:- এবং তোমরা তাওবা করে তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করো তোমাদের প্রতি ‘আযাব আসার আগেই, কেননা এরপর তোমরা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।(ছুরা আয্‌যুমার-৫৪)

প্রশ্নঃ- “সাহায্য প্রার্থনা” এক প্রকার ‘ইবাদত, এর প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র এ বাণী:- إياك نعبد وإياك نستعين

অর্থাৎ:- আমরা একমাত্র তোমারই ‘ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই। (ছুরা আল ফাতিহা-৫)

এ বিষয়ে আরেকটি প্রমাণ হলো রাছুল صلى الله عليه وسلم এর এই হাদীছ:- إذا استعنت فاستعن بالله.

অর্থাৎ:- যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন কেবল আলাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। (তিরমিযী)

প্রশ্নঃ- “আশ্রয় প্রার্থনা” এক প্রকার ‘ইবাদত, এর প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ তা‘আলা’র এ বাণী:- قل أعوذبرب الناس، ملك الناس إله الناس.(الناس-١-٣)

অর্থাৎ:- বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানবকুলের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা‘বূদের।(ছুরা আন্নাছ-১-৩)

প্রশ্নঃ- “বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা” এক প্রকার ‘ইবাদত, এর প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র এ বাণী:-

إذتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممد كم بألف من الملائكة مردفين (الأنفال:٩.)

অর্থাৎ:-তোমরা যখন উদ্ধার কমনা করছিলে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট,তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (ছুরা আল-আনফাল-৯)

প্রশ্নঃ- “জবেহ্ বা কোরবানী করা” এক প্রকার ‘ইবাদত, এর প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- প্রমাণ হলো, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা’র এ বাণী:-

قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. (الأنعام:١٦٢- ١٦٣)

অর্থাৎ:- বলুন, আমার নামায, আমার সকল ‘ইবাদত এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব -প্রতিপালক আলাহ্‌রই জন্যে, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আত্মসমর্পনকারী। (ছুরা আল আন্‘আম-১৬২-১৬৩)

এ সম্পর্কে আরেকটি প্রমাণ হলো রাছুল (صلى الله عليه وسلم) এর এই হাদীছ:- لعن الله من ذبح لغير الله
অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্‌র (আলাহ্‌ ভিন্ন অন্য কারো) উদ্দেশ্যে যবেহ করে তার প্রতি আলাহ্‌ অভিসম্পাত (লা'নত) বর্ষণ করেন। (সহীহ মুছলিম)

প্রশ্ন:- "মানত করা" এক প্রকার 'ইবাদত, এর প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এর প্রমাণ হলো আলাহ্‌ তা'আলা'র এ বাণী:- يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الإنسان-٧
অর্থাৎ:- তারা মানত পূর্ন করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের অনিষ্ট হবে অত্যন্ত ব্যাপক। (ছুরা আল ইনছান-৭)

প্রশ্ন:- যে তিনটি মৌলিনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য, তন্মধ্যে দ্বিতীয় মৌলিনীতি কী ?

উত্তরঃ- দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় বা মৌলনীতিটি হলো দলীল-প্রমাণ সহ দ্বীন; ইছলামকে জানা।

প্রশ্ন:- ইছলাম কী? দ্বীন-ইছলাম বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ- দ্বীন ইছলাম হলো, তাওহীদ তথা আলাহ্‌র একত্ব ঘোষনার মাধ্যমে আলাহ্‌র প্রতি আত্মসর্মপন করা, আনুগ্যতের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা এবং শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

প্রশ্ন:- দ্বীনে ইছলামের কয়টি স্তর বা পর্যায় রয়েছে ?

উত্তরঃ- দ্বীনে ইছলামের তিনটি পর্যায় রয়েছে। (ক) ইছলাম (খ) ঈমান (গ) ইহছান। আবার এই তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটির কয়েকটি রুক্‌ন বা ভিত্তি রয়েছে।

প্রশ্ন:- ইছলামের রুক্‌ন কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ- ইছলামের রুক্‌ন পাঁচটি। যথাঃ-
(১) "আলাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (صلي الله عليه وسلم) আলাহ্‌র রাছূল" এই ঘোষণা ও স্বাক্ষ্য প্রদান করা।
(২) নামায কায়েম করা
(৩) যাকাত প্রদান করা
(৪) রামাযান মাসে সিয়াম (রোযা) পালন করা।
(৫) বায়তুলাহ্‌র হাজ্জ পালন করা।

প্রশ্ন:- "আলাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই", এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- এ কথার প্রমাণ হলো, আলাহ্‌ তা'আলা'র এই বাণী:-
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. (آل عمران:١٨)
অর্থাৎ:- আলাহ্‌ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞাণীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (ছুরা আ-লে 'নমরান-১৮)

প্রশ্ন:- "আলাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই", একথার অর্থ কী?

উত্তরঃ- একথার অর্থ হলো, একমাত্র আলাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই।

প্রশ্নঃ- "লা-ইলাহা" (কোন মা'বুদ নেই) এই বাক্যটি দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তরঃ- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আলাহ্‌ ব্যতীত যত কিছুর উপাসনা করা হয় সেসব কিছুকে অস্বীকার ও নাকচ করা।

প্রশ্ন:– "ইলাল্‌লাহ" (একমাত্র আলাহ ব্যতীত) এই বাক্যটি দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তরঃ- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'ইবাদতকে শুধুমাত্র আলাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত করা। রাজত্বে যেমন আলাহ্‌র কোন অংশীদার নেই, তেমনি 'ইবাদতেও তাঁর কোন অংশীদার বা শরীক নেই। তাই "ইলাল্‌লাহ" বাক্যটি দ্বারা 'ইবাদতকে শুধুমাত্র আলাহ্‌র জন্যে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত কথাটির আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কী?

উত্তরঃ- আলাহ্‌ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিন্মোক্ত বাণীগুলো এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। আলাহ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন:-
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون. (الزخرف:٢٦-٢٨)

অর্থাৎ:- যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের উপাসনা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তবে আমার সম্পর্ক কেবল তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আর এ কথাটিকে তিনি অক্ষয় বাণী রূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেলেন যাতে তারা ফিরে আসে আলাহ্র দিকে। (ছুরা আয-যুখরুক-২৬-২৮)
অন্য আয়াতে আলাহ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন:-

قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله, ولانشرك به شيئا, ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله, فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. (آل عمران :٦٤)

অর্থাৎ:- বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি কথার দিকে এসো- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আলাহ্ ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং আলাহ ব্যতীত আমরা একে অপরকে পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করব না। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দিন যে, সাক্ষী থাক আমরা হলাম মুছলমান। (ছুরা আ-লে 'নমরান-৬৪)

প্রশ্ন:- "মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) আলাহ্র রাছুল" একথার প্রমাণ কী?

উত্তরঃ- প্রমাণ হলো, আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিম্নোক্ত বাণী:-

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. (التوبة: ١٢٨)

অর্থাৎ:- তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাছুল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (ছুরা আত্তাওবাহ-১২৮)।
অন্য আয়াতে আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:- محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
অর্থাৎ:- মোহাম্মদ আলাহ্র রাছুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।
(ছুরা আল ফাত্হ-২৯)

প্রশ্ন:- "মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) আলাহ্র রাছুল" এই স্বাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কী?

উত্তরঃ- এই স্বাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো, তিনি ("মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم) যা কিছু আদেশ করেছেন, সেসব আদেশ পালন করা, তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন সেসব সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করা এবং তিনি যেসব বিষয়-বস্তু থেকে নিষেধ ও সর্তক করেছেন সেসব বিষয়-বস্তুকে পরিহার ও বর্জন করা এবং একমাত্র রাছুল (صلى الله عليه وسلم) এর প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী আলাহ্র 'ইবাদত করা।

প্রশ্ন:- নামায ও যাকাত ইছলামের রুক্ন, এ কথার প্রমাণ কি এবং তাওহীদ বা আলাহ্র একত্ববাদের ব্যাখ্যা কী?

উত্তরঃ- নামায ও যাকাত ইছলামের রুক্ন একথার প্রমাণ এবং তাওহীদ বা আলাহ্র একত্ববাদের ব্যাখ্যা হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:-

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. (البينة :٥)

অর্থাৎ:- এবং তাদেরকে তো কেবল এ আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আলাহ্র 'ইবাদত করবে, আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (ছুরা আল বাইয়্যিনাহ্- ৫)

প্রশ্ন:- রোযা ইছলামের রুক্ন, একথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:-

يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. (البقرة :١٨٣)

অর্থাৎ:- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফর্য করা হয়েছে, যেমন ফর্য করা হয়ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (ছুরা আল বাকারাহ্- ১৮৩)

প্রশ্ন:- হাজ্জব্রত পালন করা ইছলামের রুক্ন, একথার প্রমাণ কী?

উত্তর:-এর প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:-

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين.(آل عمران : ٩٧)

অর্থাৎ:-এবং আলাহ্র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা সেই মানুষের কর্তব্য, যার সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্তপৌছার। আর যে লোক তা অমান্য করে, তাহলে আলাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই মুখাপেক্ষি নন। (ছুরা আ-লে-'ইমরান-৯৭)

প্রশ্ন:- দ্বীনে ইছলামের দ্বিতীয় পর্যায়টি কী?

উত্তর:- দ্বীনে ইছলামের দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায় হলো ঈমান।

প্রশ্ন:- ঈমানের শাখা কতটি?

উত্তর:- ঈমানের শাখা সত্তরটিরও অধিক। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখাটি হলো- لا إله إلا الله (আলাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বুদ নেই) এ সাক্ষ্য প্রদান করা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। এবং লজ্জা ও ঈমানের অন্যতম একটি শাখা।

প্রশ্ন:- ঈমানের রুক্ন কয়টি ও কি কি?

উত্তর:- ঈমানের রুক্ন ছয়টি।
(১) আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(২) ফিরিস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৩) আলাহ্র নাযিলকৃত কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৪) আলাহ্র প্রেরিত রাছুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৫) শেষ দিনের (ক্বিয়ামত দিবসের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত ছয়টি বিষয় ঈমানের রুক্ন, একথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:-

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال علي حبه ذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكوة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس , أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون . (البقرة-١٧٧)

অর্থাৎ:- নেককাজ শুধু এই নয় যে, তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে বরং প্রকৃত নেককার হলো সেই ব্যক্তি, যে ঈমান আনে আল াহর প্রতি, ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি, ফিরিশতাগণের প্রতি, আছমানী কিতাব সমূহের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি, আর সম্পদ ব্যয় করে তাঁরই ভালোবাসায় আত্মিয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিছকীন, মুছাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসের জন্যে এবং সালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর যারা আঙ্গিকার করলে তা পূরণ করে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, বস্তুত তারাই হলো সত্যবাদী-সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই হলো পরহেযগার। (ছুরা আল বাক্বারা-১৭৭)

প্রশ্ন:- তাক্বদীর (ভাগ্য) বা আলাহ্র নির্দ্ধারণের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা ঈমানের রুকন, একথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ বাণী:- إنا كل شيء خلقناه بقدر ٤٩ -القمر.
অর্থাৎ:- নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্দিষ্ট-পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (ছুরা আল ক্বামার-৪৯)

প্রশ্ন:- ইছলামের তৃতীয় পর্যায় বা স্তর কোনটি?

উত্তর:- ইছলামের তৃতীয় পর্যায় হলো "নহছান"।

প্রশ্ন:- ইহছান কী এবং ইহছানের রুক্ন কয়টি?

উত্তর:- ইহছান হলো, আপনি এমনভাবে আলাহ্র 'ইবাদত করবেন, যেন আপনি আলাহ্কে দেখতে পাচ্ছেন। আর যদি এপর্যায়ে সম্ভব না হয় তাহলে কমপক্ষে এমনভাবে আলাহ্র 'ইবাদত করবেন যে আলাহ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই আপনাকে দেখছেন। আর এটাই হলো ইহছানের একমাত্র রুকন।

প্রশ্ন:- ইহছান সম্পর্কে উপরোক্ত কথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আলাহ্ তা'আলা'র এ বাণী:- (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. (النحل-١٢٨
অর্থাৎ:- নিশ্চয় আলাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্মপরায়ন। (ছুরা আন্নাহল-১২৮)
অন্য আয়াতে আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন:-

وتوكل على العزيز الرحيم . الذى يراك حين تقوم .وتقلبك فى الساجدين . إنه هو السميع العليم . (الشعراء ٢١٧-٢٢٠)
অর্থাৎ:-আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি উঠে দাড়ান এবং নামাযীদের সাথে উঠবস করেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (ছুরা আশ্‌শু'আরা ২১৭-২২০)
কোরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন:-

وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذالك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
(يون ٦١)

অর্থাৎ:-বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক না কেন এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই তিলাওয়াত কর না কেন কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর না কেন, আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পালনকর্তা থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনে এবং না আছমানে। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (ছুরা ইউনুছ- ৬১)

প্রশ্ন:- ইছলামের যে উপরোলেখিত তিনটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে, এর ছুন্নাহ্ তথা হাদীছ ভিত্তিক প্রমাণ কী?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো,‘উমর বিন আলখাত্তাব رضىالله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছে জিবরাঈল নামে সু-প্রসিদ্ধ এই হাদীছ:-

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبى صلي الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لايرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد, فجلس إلى النبى صلي الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يامحمد أخبرنى عن الإسلام فقال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وتقيم الصلاة, وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) قال صدقت. فعجبناله يسأله ويصدقه. قال: أخبرنى عن الإيمان. قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره)) قال: أخبرنى عن الإحسان. قال: ((أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) قال: أخيرنى عن الساعة؟ قال: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل)) قال: أخبرنى عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها, وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان)) قال: فمضى, فلبثنا قليلا. فقال: ((ياعمر أتدرون من السائل))؟ قلنا الله ورسوله أعلم, قال: ((هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم)) رواه مسلم فى صحيحه.

অর্থ:-‘উমর বিন আলখাত্তাব (رضى الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:- একদিন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া ছালামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় সাদা ধবধবে পোষাক পরিহিত ঘন-কালো চুলধারী একজন লোক এসে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না এবং আমরা কেউ তাকে চিনতেও পারছিলাম না। তিনি এসে রাছূল (صلى الله عليه وسلم) এর কাছে তাঁর হাটুর সাথে হাটু মিলিয়ে বসলেন এবং নিজ হস্তদ্বয় স্বীয় দু’টি উরুতে রাখলেন এবং বললেন:-হে মুহাম্মদ! আমাকে ইছলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাছূল (صلى الله عليه وسلم) বললেন:- ইছলাম হলো- “তুমি এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্য মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) আল্লাহ্‌র রাছূল, এবং নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ থাকলে কা‘বা গৃহের হাজ্জ করবে”। আগন্তক লোকটি বললেন:-আপনি সত্য বলেছেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি নবীকে(صلى الله عليه وسلم) প্রশ্ন করছেন এবং নিজেই তাকে সত্যায়ন করছেন। অতঃপর আগন্তক লোকটি রাছূলকে (صلى الله عليه وسلم) বললেন:- আমাকে ঈমান সম্পর্কে জানতে দিন। রাছূল (صلى الله عليه وسلم)) বললেন:- “ঈমান হলো- আল্লাহ্ প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাছূলগণের প্রতি, শেষ দিনের (কিয়ামত দিবসের) প্রতি এবং তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা”। তারপর আগন্তক লোকটি বললেন:-আমাকে ইহছান সম্পর্কে জানতে দিন। রাছূল (صلى الله عليه وسلم)বললেন:- ইহছান হলো- “তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি এপর্যায়ে সম্ভব না হয়, তাহলে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তুমাকে দেখছেন”।

আগন্তক লোকটি বললেন:- আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাছূল (صلى الله عليه وسلم) বললেন:- “এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে উত্তরদাতা বেশি জানেন না”। আগন্তক লোকটি বললেন:- আমাকে তাঁর (কিয়ামতের) ‘আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাছূল (صلى الله عليه وسلم) বললেন:-“দাসী তাঁর মালিক বা কর্তার জন্ম দেবে এবং বিবস্ত্র নগ্নপদ মেষ চারকরা সু-উচ্চ দালান-ইমারত নির্মাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে”।

‘উমর (رضى الله عنه) বলেন:- এরপর আগন্তক লোকটি চলে গেলেন। আর আমরা সেখানে কিছুক্ষণ নীরব অবস্থান করলাম। অতঃপর রাছূল (صلى الله عليه وسلم) বললেন:-হে ‘উমর! তোমরা কি জান এই প্রশ্নকারী কে ছিলেন? ‘উমর (رضى الله عنه) বলেন, আমরা বললাম: আল্লাহ্ ও তাঁর রাছূলই বেশি জানেন। রাছূল (صلى الله عليه وسلم) বললেন:-তিনি (প্রশ্নকারী) হলেন জিবরাঈল (عليه السلام)। তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনী বিষয়াদী শিক্ষা দিতে। (সহীহ মুছলিম)